ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগার্থতত্ত্ব (Semantics)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগার্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের মধ্যে লক্ষ করা যায়। আমাদের আলোচ্য উপভাষাতেও তা লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে। নানাবিধ কারণে শব্দের এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। শব্দের অর্থ বিস্তার, অর্থ সংকোচ ও অর্থ সংশ্লেষ বা অর্থ সংক্রমের বিবর্তনও এই উপভাষায় বিদ্যমান। কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকেই এই পরিবর্তন ঘটে তা নয়। মান্য চলিতের পরিপ্রেক্ষিতেও এই উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ গুলি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণ ও ধারাগুলি উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করা হলো —

১. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

১. ১. আলঙ্কারিক প্রয়োগ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধায় অর্থের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তার মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ অর্থ (বাচ্যার্থ) এবং একটি ভাবার্থ ব্যক্ত হয়ে থাকে। যেমন —

'অ্যাক কলস দুদে অ্যাক ফোডা চেনা।' (বাচ্যার্থ - এক কলসি দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র)। এখানে চোনা (চেনা বা গোমূত্র) শব্দটি দিয়ে খারাপ কাজকে বোঝানো হচ্ছে।

'কানা বগে বিল নষ্ট।' - এখানে 'কানা' শব্দটির সাধারণ অর্থ অন্ধ। কিন্তু ভাবার্থে মানুষের স্বভাব ও ব্যবহারকে বোঝানো হয়েছে। আর যে ব্যবহার মানুষের কিংবা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ও অমঙ্গল তাকেই 'কানা' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

'কাউয়ার ঠোড কাইড্‌গা দিলেও লাজ অয় না।' - 'কাউয়ার ঠোড' -এর সাধারণ অর্থ - কাকের ঠোট কিন্তু এর ভাবার্থ লজ্জাহীনা।

'কাউয়ার গলায় হবরি কলা'। সাধারণ অর্থ কাকের গলে সরবি কলা। উল্লেখিত প্রবাদটিতে 'কাউয়া' শব্দের দ্বারা অযোগ্য কিংবা অপাত্র বরকে বোঝাচ্ছে এবং 'হবরি কলা' দ্বারা সুন্দরী কিংবা গুণবতী পাত্রী কিংবা কন্যাকে বোঝানো হচ্ছে।

'মোহে কয় হরি হরি, রাতে করে গরু চুরি।' সাধারণ অর্থ - দিবালোকে সদা সর্বদা মুখে হরি নাম করে। রাত্রে তিনিই গরু চুরি করেন। ভাবার্থে - জনসমক্ষে সদা সাধুর ভাব এমনকি মুখ থেকে হরিনাম কখনো ছাড়েন না, অথচ রাতের অন্ধকারে (গরু চুরি) সমস্ত রকমের অপরাধমূলক ক্রিয়া কলাপ করে থাকেন এমন বৈশিষ্ট্য বুঝাতে 'গরু চুরি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'বাওনের শতেক মোন্তর, পাডার অ্যাক কান ঝারা।' - প্রবাদটির 'পাডা' শব্দটির বাচ্যার্থ - পাঁঠা কিন্তু এর ভাবার্থ অসৎ ব্যক্তি। যেখানে শব্দটি তার মৌল অর্থ ছড়িয়ে একটি নতুন অর্থ প্রতিপন্ন করছে।

'আগা আছে, পাছা আছে মাজখানে নাই।' - ধাঁধাটির 'নাই' শব্দটির সাধারণ অর্থ নেই কিন্তু এর ভাবার্থ 'নাভি'।

'কালো কিষ্ণো জলে ভাসে আর নাই তার মাংশু আছে' - ধাঁধাটিতে 'কালো কিষ্ণো' শব্দটির দ্বারা সাধারণ ভাবে কৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু ভাবার্থ - কালো রংঙের জলজ জোঁককে বোঝাচ্ছে। এখানে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার প্রয়োগ হয়েছে - কৃষ্ণের কালো রং এর সঙ্গে জোঁকের কালো রং এর তুলনা করা হয়েছে।

এমন বহু উদাহরণ এখানে প্রচলিত প্রবাদ ও ধাঁধা থেকে দেওয়া যায়।

১. ২. সৌজন্য ও সুভাষাণ রীতি

জি - শব্দটি সংস্কৃত 'জীব' শব্দ থেকে আগত। তবে এই উপভাষায় হ্যাঁ/yes অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যেমন — শিক্ষক বললেন — 'রোল নাম্‌বার ওয়ান? — জি সার।'

'বিনু আইজ ইচ্‌কুলে গেছিলি? — জি।'

কিষান/কিশান - শব্দটি সংস্কৃত 'কৃষাণ' শব্দজাত। সাধারণ অর্থ চাষী বা জমিতে চাষের কাজ করে যারা। কিন্তু শব্দটি হেয় কাজ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। 'কিশান' শব্দের সমার্থক হিসেবে 'বদলা' শব্দটিকে ব্যবহার করেন এখানকার মানুষ।

'খালি ভাত' কেবল বা শুধু অর্থের শব্দটি আরবি 'খালী' শব্দজাত। সম্ভ্রান্ত কিংবা গরিব বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো সময় বিনয়ের সুরে বলে থাকেন 'খাবা কইলোম খালিভাত।' অথচ সেই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে নিরামিষ, আমিষ এমনকি মাংস ও থাকতে পারে। সব থাকা সত্বেও 'খালি খাও' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এখানে লক্ষণীয় শব্দটি তার নিজস্ব আভিধানিক অর্থ হারিয়ে বরং বিনয়ের ভাব প্রকাশ করছে।

'দুইডা' শব্দটি সংখ্যা শব্দ (Cardinal Number)। 'ওমা দুইডা ভাত দ্যাও'। এখানে দুটো (1+1=2) সংখ্যাকে না বুঝিয়ে বহু সংখ্যক ভাতকে দেওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

১. ৩. বাক্যাংশের অর্থ সংহতি

ভাষা ব্যবহারে অনেক সময় একটা শব্দ গুচ্ছের সম্পূর্ণটা ব্যবহার না করে তার অংশ বা অংশ বিশেষের দ্বারা সেই শব্দগুচ্ছের ভাব প্রকাশ করা হয়।

আমাদের আলোচ্য উপভাষার বাগ্‌রীতিতেও তা লক্ষ করা যায়। যেমন —

১. 'ঝোলটোল' — এখানে 'টোল' অংশটির দ্বারা - ঝোলের মধ্যেকার মাছ, মাংস বা অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যকে বোঝাচ্ছে।

২. 'তোমরা কি জাত্রা -টাত্‌রা হোনতে জাও নাহি?' — এখানে 'টাত্‌রা' অংশটির দ্বারা গান বা অভিনয় সম্বন্ধীয় যে কোনো অনুষ্ঠানকে বোঝানো হচ্ছে।

৩. 'ব্যারা-ঠ্যারা' - এখানে 'ঠ্যারা' অংশটির দ্বারা প্রাচীর জাতীয় যে কোনো আবেষ্টনীকেই বোঝাচ্ছে।

১. ৪. লৈঙ্গিক সংস্রব

লিঙ্গ ভেদে আলোচ্য উপভাষায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে।

১. 'লক্‌কি ছারা' (লক্ষ্মী ছাড়া) শব্দটি ছেলেদের ক্ষেত্রে অধিকতর - দুষ্টুমি অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভক্তি কিংবা বিনয়ের অভাবকে বোঝায়।

২. 'প্যাড' — শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রে পেটকে বা উদরকে বোঝালেও নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভবতীকে বোঝানো হয়।

৩. 'খাতির' — শব্দটি আরবি খাত্‌র শব্দজাত। পুরুষের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব বা সুসম্পর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কের ভাবব্যঞ্জনাই প্রকাশ পায়।

৪. 'দেমাক' — পুরুষদের ক্ষেত্রে শব্দটি সাহসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে অভিমান বা অহঙ্কার প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ছেলেদের ক্ষেত্রে - 'দ্যাক ভুলু বেশি দেমাক দ্যাহানো ভালো না।'

মেয়েদের ক্ষেত্রে - 'দ্যাহো তো মাইয়াডার দেমাক কত।'

১. ৫. সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা

সাধারণ লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের ফলে অনেক সময় অশুভ ও বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণে বিধি নিষেধ লক্ষ করা যায়। এর ফলে নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয় এতে অর্থ বিস্তার বা অর্থ পরিবর্তন এই উপভাষায়ও লক্ষ করা যায়। নিম্নে আলাদা আলাদা শিরোনামে তা উল্লেখ করা হলো —

ক. লোকবিশ্বাসজাত বাচনিকনিষিদ্ধতা

১. চুন — দই

এখানকার মানুষের বিশ্বাস রাত্রি বেলা (চুন) বললে অমঙ্গল হয় তাই চুনকে দই বলে। এমন কি 'চুন' উচ্চারণ করলেও গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

২. হলুদ — রাংতা

রাত্রিকালে হলুদ উচ্চারণ করলে নারীদের ভালো চোখে দেখা হয় না। সেই কারণে তারা হলুদকে 'রাংতা' বলে উচ্চারণ করে থাকে।

৩. গুটি বসন্তরোগ — নুন্‌তি কিংবা মায়ের দয়া

এই রোগটি অতি ভয়ঙ্কর একটি রোগ যার নাম শুনলে গ্রাম শুদ্ধ আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়তেন সেই কারণে মানুষ এই রোগটিকে অন্য নামে ডাকার প্রচলন করেন।

৪. লবন — চিনি

রাত্রি বেলা নুন/লবন চুরি পর্যন্ত হয় না এমন একটা বিশ্বাস মানুষের আছে। তাই লবন না থাকলে কারো কাছে ধার করতে গেলে লবন বললে একটা হীন অবস্থার প্রকাশ পায় এবং সেই পরিবারের প্রতি অবজ্ঞায় মানুষ মুখ ঢাকে, তাই তার বদলে 'চিনি' বলার প্রচলন এখানে দেখা যায়।

৫. মৃত্যু — উইড্‌গা জাওয়া, চইল্‌গা জাওয়া

মৃত্যু একটা অপ্রত্যাশিত চিরসত্য বিষয় তবু মানুষ মরতে চায় না। সেই মৃত্যু ভয়কে দূরে রাখার জন্য মানুষ মৃত্যুর বদলে, 'উইড্‌গা জাওয়া', 'চইল্‌গা জাওয়া' দেহ রাখা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

৬. হাপ (সাপ) — লতা

রাত্রি বেলা সাপকে লতা বা অন্য নামে ডাকলে তার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস থেকেই অন্য নামে ডাকার প্রচলন বলে শোনা যায়।

খ. সমাজ-সংস্কারজাত বাচনিকনিষিদ্ধতা

আমাদের সমাজে বহু কুসংস্কার আজও আমরা বয়ে চলেছি। মান্য চলিতে কথা বলা মানুষও কম-বেশি কুসংস্কার কিংবা সমাজের কিছু কিছু অবিশ্বাস্য রীতি-নীতি মেনে চলেন একথা ভ্রান্ত নয়। আমাদের আলোচ্য আঞ্চলের মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন—

বিবাহিত নারীদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করা অমঙ্গলজনক। এছাড়া

বিবাহিত রমণীদের হাতের শঙ্খ কোনো কারণে ভেঙ্গে গেলে সেই শুন্য হাত কাউকে দেখানো হয় না। এতে তাঁর স্বামীর অমঙ্গল হয়। এমন বিশ্বাস আজও প্রচলিত।

স্বামীর পূর্বে স্ত্রীর না খাওয়া, বিধবা কিংবা সন্তানহীনা রমণীর কোনো শুভ কাজে যোগদান না করা এমন বহু সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলার প্রবণতা এখানে প্রচলিত আছে।

স্ত্রী কিংবা সন্তান হীনা মেয়েদের এবং মেয়ে সন্তানদের স্বামীর সম্পত্তিতে কিংবা পিতার সম্পত্তিতে অংশ নেওয়ার আইনগত কিংবা সামাজিক কোনো অধিকার নেই। — এমন বহু সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার এখানকার মানুষ মনে প্রাণে মেনে চলেন।

গ. নামকরণে অন্ধসংস্কার

একাধিক সন্তানের বাবা-মা আর সন্তান না নিতে চাওয়ার পরেও সন্তান হলে নাম রাখার মধ্যেই সেটা প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য স্বাভাবিকভাবে সন্তান হওয়া কেউই প্রায় বন্ধ করে না, পাছে ধর্মনষ্ট হয় এই বিশ্বাস থেকে। যেমন — সমাপ্তি, আর নয় > আন্না, ইতি প্রভৃতি। আবার ছেলে সন্তানের জন্য যত মেয়েই হোক না কেন সে ক্ষেত্রে তাদরে 'অনিচ্ছা' কিংবা 'ইতি' নাম কখনোই রাখা হয় না, পাছে সন্তান হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে।

নাম রাখার মধ্য দিয়ে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়। যেমন — পেল্লাদ, দুঃখীরাম, অভাগী, ভ্যাদোর ইত্যাদি। আর্থিক অবস্থার উন্নতি নাম রাখার সাথে যুক্ত সেই বিশ্বাসে দেব-দেবীর নামে মানুষের নাম রাখার প্রবণতা প্রচুর লক্ষ করা যায়। যেমন — নারায়ণ > নারান, জগৎপতি > জগবন্ধু, জগন্নাত, দুঃখকষ্ট হরণ করেন ভগবান > হরেন, শান্‌তি, জয়া, বিজয়া, সরসতি, দুর্‌গা, কালি ইত্যাদি।

এছাড়া আচার-আচরণ, স্বভাব, দেহের রং ও গঠনের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষের নামকরণ করা হয়। যেমন —

কাইল্‌গা	—	গায়ের রং কালো বলে এই নাম।
ধলু	—	গায়ের রং ফর্সা/ধবল থেকে এই নাম।
বুচি	—	বুদ্ধি কম বলে এই নাম।
মরাই	—	জন্ম থেকে অসুস্থ বলে। এবং ঐ অর্থে মরু।
কালু	—	গায়ের রং কালো বলে এই নাম।
কলি	—	কলি যুগের স্বভাব যুক্ত বলে, এই নাম।
মায়া	—	মমতাময়ী বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলে।
দয়া	—	দয়া-মায়া, বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলে।
ভুড়ু/ভুইড়্‌গা	—	মোটা অর্থে এই নাম।

এমন শত শত উদাহরণ এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়।

১.৬. ভাবাবেগ জনিত অর্থ পরিবর্তন

ভাবাবেগের জন্য অনেক সময় শব্দের মৌলিক অর্থ পাল্টে যায়, অবশ্য এই পরিবর্তন সাময়িক। যেমন — 'মাগি' শব্দটি স্ত্রী লোক অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাগান্বিত অবস্থায় 'মাগী' শব্দটি গালি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি ' ি'-কার এর বদলে 'ী'-কার হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্ত্য ধ্বনিতে জোর দেওয়া হয়।

এমনি 'হালা' (শ্যালক) এবং 'হালি' (শালি) শব্দ দুটির মৌলিক অর্থ-স্ত্রীর ভ্রাতা ও ভগ্নি। কিন্তু ক্রোধের বশে 'হালা' ও 'হালি' শব্দ দুটি মৌল অর্থ হারিয়ে নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঘুঘু > 'ঘুগু' শব্দটির অর্থ এক প্রকার পাখি। কিন্তু জটিল ও কু-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আচরণ বোঝাতে বর্তমানে 'ঘুগু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

এগুলি ছাড়াও মান্য চলিতের মতো কিছু কিছু শব্দের অর্থ পরিবর্তন চোখে পড়ে। যেমন — বয়স্ক > বয়েচ্‌তা শব্দটির অর্থ ছিল বয়স্ক যে কোনো মানুষ, কিন্তু 'বয়েচ্‌তা' শব্দটি দ্বারা বর্তমানে কেবল মাত্র অবিবাহিত অর্থাৎ আইবুড়ো মেয়েদেরকেই বোঝায়। উল্লেখ্য এখানে শব্দটির অর্থ সংকোচ ঘটেছে।

'ঝি' — শব্দটির অর্থ মেয়ে মানুষ কিন্তু এই উপভাষায় কেবলমাত্র কাজ করার জন্য নিযুক্ত মেয়েকেই 'ঝি' শব্দের দ্বারা বোঝায়। এক্ষেত্রেও শব্দটির অর্থ সংকোচ ঘটেছে।

'লাকরি' — শব্দটি হিন্দী লকড়ী শব্দ জাত। যা দ্বারা কাঠের জ্বালানিকে বোঝাতো। এখন অর্থ প্রসারে ফলে পাতা, নাড়া, বাঁশের তৈরি এই জাতীয় সমস্ত জ্বালানিকে বোঝায়।

১. ৭. সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ পার্থক্য

মান্য চলিতের সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার এই উপভাষাতেও উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে। যেমন —

আমল	-	যুগ, কাল	হেই আমলের কতা আর কইও না।
আমল	-	কর্ণপাত না কয়া	পোলাডা কোনো কতায় আমল দেয় না।

আল	-	জমির সীমানা	আইল দিয়্যা আডিস না।
আল	-	হুল	বল্লায় মোরে আল দিছে।
কাল	-	সময়	গ্যালো কাইল ইচ্কুলে জাই নাই।
কাল	-	ঠাণ্ডা	ওমা কি কাল পরছে।
কলিজা > কইল্জা	-	মেটে	কইল্জা খাওয়া ভালো।
কলিজা > কইল্জা	-	প্রাণ	পোলা তো না ওয়ার কইল্জা।
খাড	-	খাট	খাডের উপায় বহিছ না।
খাড	-	কষ্ট করা	জমিতে গ্যালে ঠাহুর ভাই জম্মের খাডা খাডে।
গা	-	শরীর	ওলো অ্যাহোন গা তোল।
গা	-	গ্রাম	ধু-ধু করে গা হান।
গা	-	মন দেওয়া	কামে গা লাগা।
গা	-	গান গাওয়া	নিরু গানডা গা দেহি।
ঘাডা	-	নড়াচড়া করা	বইগুল্যন ঘাডা ঘাডি হরিস না।
ঘাডা	-	জ্বালানো/বিরক্ত করানো	ওয়ারে বেশি ঘাডা ভালো না।
চাল	-	ধানের শ্বাঁস	ঘরে চাল বারন্ত।
চাল	-	ঘরের ছাউনি	ঘরের চাল দিয়া জল পরে।
চাল	-	খেলার চাল	বিশ্বনাথ আনন্দ দাবায় ভালা চাল দেয়।
চাল	-	বুদ্ধির খেলা	নলুর চাল বোজা দায়।
জাল	-	মাছ ধরার যন্ত্র	আইজ পহিরে জাল খ্যাওয়ামু।
জাল	-	নকল	আইজ কাইল ব্যাঙ্কেও জাল নোট দ্যায়।
জাল	-	খপ্পর	ওয়ার জালে পরিস না।
জাল	-	জ্বালানো	আহালে জাল দে।
জুইত/যুত	-	কায়দা	জুইত মতন আটকা।
জুইত/যুত	-	লাভ	কারবারে জুইত নাই।
জুইত/যুত	-	আরাম	জুইত কইরগা বয়।
জুইত/যুত	-	উপযুক্ত	বিষ্টিডা জুইত মত অইছে।

টাই	-	গলার টাই	তুই আবার টাই পরছ?
টাই	-	সমান সমান	খ্যালায় টাই অইছে।
টাই	-	অর্থ সংহতি	মুই অ্যাহোনো খাই-টাই নাই।
ঠাই	-	থৈ	পহিরের জলে ঠাই পাবি না।
ঠাই	-	উচুউচু	অ্যাক ঠাই ভাত দিছে।
ঠাই	-	আস্তানা/ঠিকানা	পোলাডার কোতায়ও ঠাই নাই।
ডাইল	-	দানা শস্য/ডাল	ডাইল না অইলে খাওয়া জায় না।
ডাইল	-	কিছুই না	আরাইছে তোমার ডাইল।
তিল	-	তিল শস্য	তিলে ত্যাল অয়।
তিল	-	কালো ছোট দাগ	তোর হারা গায় তিল।
তিল	-	ছোট অর্থে	ম্যালায় অ্যাতো লোক তিল পরতে জাগা নাই।
			তিল তিল হইর্‌গা বারিডা বানাইছি।
ত্যাল	-	তেল	আডেত্যা ত্যাল আইন্‌গো।
ত্যাল	-	তেজ	তোমার বেশ ত্যাল অইয়া গ্যাছে।
ত্যাল	-	মাতামাতি	ত্যালা ত্যেলি কম হর।
থ্যতা	-	পিষানো	আদাডা ভালো হইর্‌গা থ্যাতা হর।
থ্যাতা	-	লজ্জাহীন	পোলাডা বর থ্যাতা।
থ্যাতা	-	তোতলা	থ্যাতাইয়া কতা কও ক্যান?
থ্যাতা	-	একগুঁয়ে	তোর থ্যাতামি গ্যালো না।
দারা	-	দন্ডায়মান	তুই দারা মুইও জামু।
দারা	-	ধারা	তোর কামের কোনো দারা নাই।
দারা	-	উচু স্থান	দারায় দারায় জাইস।
দারা	-	স্ত্রী-সম্পর্ক	দারা-পুত্র-পরিবার কেউ কারো নয়।
ধার	-	ঋণ করা	নলু ধারে জরজরিত।
ধার	-	নদীর কূল	নদীর ধার দিয়া নাও নিস।
ধার	-	নিজ সীমানার স্থান	মোগে ধারে অ্যাটট্যু আহিস।
ধার	-	ধারালো	গাচ কাটতে দাওতে ধার লাগে।

ধার	-	কাছে	পোলাডা কামের ধারেও জায় না।
নারা	-	বিচালি	নারাগুলা উডা।
নারা	-	নাড়ানো	জলে নারা দিস না।
পার	-	শাড়ীর কিনারা	শারীহানের পার কি সুন্দার।
পাড়	-	নামানো	নাইরকোলডা পার।
পার	-	আড় কাঠ	ঘরে পার লাগানো দরকার।
পার	-	অতিক্রম	এবার তুই পরিক্খায় পার পাইলি।
পার	-	কিনারা	নদীর পার জাইস না।
পাকা > পাহা	-	পক্ক	আমগুলা পাহা নাহি দ্যাক্তো।
পাকা > পাহা	-	দুষ্টু	পোলাডা খুব পাহা।
পাকা > পাহা	-	ওস্তাদ	ও যে কোনো কামে পাহা।
পাকা > পাহা	-	শক্ত	এবার ঘর হান পাহা-পোক্তো অইছে।
পাকা > পাহা	-	সিমেন্ট বালি দিয়ে মেঝ করা	পুলিন ঘর পাহা হরসে।
ফ্যার	-	দাঁড়িপাল্লার অসমতা	পাল্লার ফ্যার ভাং।
ফ্যার	-	অসুবিধা	মহানন্দ খুব ফ্যারে গোরে আছে।
ফ্যার	-	শব্দ বিশেষ	ফ্যার ফ্যার আওয়াজ কিসের?
বল	-	শক্তি	ওয়ার গায় খুব বল।
বল	-	Foot ball	বল খ্যালাবি না?
বল	-	বলা	কতা ঠিক কইর্গা বল।
বল	-	বাল্ব	এই ঘরে অ্যাট্টা বল লাগা।
ভির	-	গুড় বিশেষ	ভির গুর দিয়া চিতই পিডা খাইতে মজা।
ভির	-	চাপা-চাপি/ঠাসাঠাসি	আইজ বাচে খুব ভির ছিলো।
ম্যালা	-	প্রচুর	ঝরে ম্যালা আম পরছে।
ম্যালা	-	মেলা	আইজ শ্রীকান্তর বারি ম্যালা।
ম্যালা	-	প্রসারিত	তাবুডা ম্যালা দেহি।

শাল	-	চাদর বিশেষ	ভারতেত্যা অ্যাক্‌খান শাল আনিস্‌।
শাল	-	গাছ বিশেষ	মোগো ঘরে হগোল শালের খুডি।
শাল	-	ক্ষতি করা	ওতো খালি শাল দিয়া ব্যারায়।
হ্যালা	-	অবহেলা	হ্যালায় সময় কাডাইস না।
হ্যালা	-	ফেলে দেওয়া	জঙ্গলগুলা হ্যালা।
হরা	-	করা	কাম হরা অইছে।
হরা	-	সরা	ভাতের হরা সরাই দে।
হর	-	সর	দ্যাক তো দুদে হর পরছে নাকি?
হর	-	সরে যাওয়া	তুই এখানত্যে হর।
হলা	-	চিংড়ি মাছ বিশেষ	আইজ ম্যালা হলা চিঙ্গইর ধরছি।
হলা	-	শলাকা	পিচার হলা ভাঙ্গিছ না।

১. ৮. বিশিষ্টার্থক শব্দ

অর্থ পার্থক্য

মান্য চলিতের ন্যায় আমাদের আলোচ্য উপভাষায়ও অনেক বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তাদের মধ্যে রয়েছে মুখ, হাত, মাথা প্রভৃতি। নিম্নে একটি শব্দের ব্যবহার দেখানো হল।

মাতা (মাথা)

১. মাতা (মস্তিষ্ক)	-	খুব মাতা ধরছে (ভীষণ মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে)।
২. মাতা (জ্ঞান)	-	পোলাডার অঙ্কে মাতা নাই (ছেলেটার অঙ্কে জ্ঞান নেই)।
৩. মাতা (প্রতিজ্ঞা)	-	এই কাম হরলে মোর মাতা খাও।
৪. মাতা খাওয়া (নষ্ট করা)	-	তুমি পোলাডার আর মাতা খাইও না।
৫. মাতামাতি (উল্লাস)	-	অ্যাহোন মাতামাতি থামা।
৬. মাতা (আগা)	-	মাতা মরা বাশের টৈন্যা বেশি।
৭. মাতায় ওডা (অতিরিক্ত আহ্লাদ দেওয়া)	-	পোলাডারে আশকারা দিয়া আর মাতায় উডাইস না।
৮. মাতা পাতা (আগ্রহ)	-	বয়সতো কম অয় নাই অ্যাহোনও কোনো কামে মাতা পাতার নাম নাই।
৯. মাতা দেওয়া (মনসংযোগ)	-	টেশ্‌ পরিক্‌খা সামনে পরাশুনায় মাতা দে।
১০. মাতায় মাতায় (সবাই একসাথে বসে থাকা)	-	ব্যালা তো কম অয় নায়, মাতায় মাতায় না বইয়া কাম-কাইজ হর।

১১. মাতা তোলা (এই শব্দটি একাধিক অর্থে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয় যেমন — মুখরাখা অর্থে, অবস্থার উন্নতি অর্থে, আন্দোলনে সামিল হওয়া অর্থে প্রভৃতি)।

ক. মাতা তোলা (মুখ রাখা) - যে কাম করছ হেয়াতে সমাজে আর মাতা তোলা যায় না।

খ. মাতা তোলা (অবস্থার উন্নতি) - অ্যাতো খতির পরেও সঞ্জয় আইজ মাতা তুইল্‌গা দারাইছে।

গ. মাতা তোলা (সংগ্রামে অবতীন হওয়া) - দ্যাশের সারতে ছাত্রদের মাতা তোলা উচিত।

২. শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

ক. অর্থের বিস্তার

কোনো কোনো শব্দের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য তার অর্থ সম্প্রসারিত হওয়ার উদাহরণ এই উপভাষায়ও দেখা যায়। যেমন —

ঘুঘু > 'ঘুগু' শব্দটির দ্বারা একপ্রকার পাখিকে বোঝানো হয়। কিন্তু এই উপভাষায় 'ঘুগু' শব্দটির দ্বারা কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। এমনকি দুর্নীতি গ্রস্থ ক্ষেত্রকে বোঝাতে বলা হয় 'ঘুগুর বাসা'।

' পেরোন' শব্দটি ফারসি 'পয়রাহন' থেকে আগত। যার অর্থ ঢিলে-ঢালা জামা। অথচ যে কোনো স্কিন টাইট জামা সহ সমস্ত জামাকেই 'পেরোন' বলা হয় এই উপভাষায়।

'লাকরি' শব্দটি হিন্দী 'লকড়ী' শব্দজাত। যার অর্থ কাঠের জ্বালানী কিন্তু এই উপভাষায় খড়-কুটা, নাড়া, বাঁশ সহ সমস্ত জ্বালানীকেই 'লাকরি' বলা হয়।

'মাল' শব্দটির অর্থ পণ্যদ্রব্য। এই উপভাষায় তাকে বাদ দিয়েও প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের মাল বলে বোঝানো হয় এতে শব্দটির অর্থ প্রসারিত হয়েছে।

'রাম' শব্দটির দ্বারা ভগবান রামচন্দ্রকেই বোঝানো হত কিন্তু এই শব্দটি এখন যে কোনো বৃহৎ আকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন — রামদা, রাম ছাগল, রাম গরু, রাম পাডা (রাম পাঁঠা) প্রভৃতি।

'ঝুরি' শব্দটি বাঁশ, বেত সহযোগে তৈরি ঝাঁকাকে বোঝাতো। এই উপভাষায় প্লাষ্টিক, লোহা প্রভৃতি যে কোনো বস্তুর দ্বারা তৈরি ঐ রূপ আধারকে ঝুড়ি > ঝুরি বোঝায়।

'দিবাহলি' শব্দটি সংস্কৃত দীপ শলাকা জাত। যার অর্থ বারুদ যুক্ত কাঠি, যা দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়। এই উপভাষায় যে উপাদানের ধাতুর তৈরি আগুন জ্বালানো যন্ত্রকে 'দিবাহলি' বলা হয়। এমন কি পাট খড়ি দিয়ে তৈরি আগুন জ্বালাবার উপকরণকেও বুঝানো হয়, যার নাম দিয়াশলাই > দিবাহলি।

খ. অর্থের সংকোচ

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষাতেও কিছু কিছু শব্দের ব্যাপকার্থ লোপ পেয়ে গৌণার্থ প্রকাশ পায়। যেমন —

'ঝি' শব্দটির দ্বারা, মেয়ে মাত্রকেই বোঝানো হত। সে ঝি-চাকর যাই হোক না কেন। এই উপভাষায় 'ঝি' শব্দটির দ্বারা শুধু মাত্র কাজের মেয়েকেই বুঝিয়ে থাকেন।

'বয়েচ্তা' শব্দটি সংস্কৃত বয়স থেকে জাত। যে কোনো বয়সের মেয়েদের বোঝানো হত। [স্ত্রী বাচক বয়ঃস্থ > বয়েচ্তা] কিন্তু এই উপভাষায় 'বয়েচ্তা' শব্দটির দ্বারা কেবলমাত্র অবিবাহিত পূর্ণবয়স্ক মেয়েদেরকেই বোঝানো হয়।

'কিশান' শব্দটি সংস্কৃত কৃষাণ শব্দজাত। যার দ্বারা ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর অর্থাৎ যে কোনো কৃষককেই বোঝানো হত। কিন্তু এখন এই উপভাষায় শুধু মাত্র অন্যের জমিতে মূল্যের বিনিময়ে কাজ করে তাকেই 'কিশান' শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়।

'জিয়াল' শব্দটির অর্থ জিইয়ে রাখা যায় এমন মাছকে বোঝাতো। বর্তমানে এখানকার মানুষ জনেরা শুধু মাত্র শিঙ্গি/শিং মাছকেই 'জিয়াল' মাছ বলে মনে করেন।

'মিনসে' শব্দটি সংস্কৃত 'মনুষ্য' শব্দ থেকে আগত। যার অর্থ যে কোনো মানুষকে বোঝাতো কিন্তু বর্তমানে স্ত্রীরা ব্যাঙ্গার্থে বিয়ে করা স্বামীদেরকে বোঝাতে 'মিনসে' শব্দটি ব্যবহার করেন।

গ. অর্থের সংক্রম

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও অনেক শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে হতে শেষে এমন একটি অর্থ দাঁড়ায় যার সঙ্গে পূর্বের অর্থের কোনো সম্পর্ক আপাত দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। যেমন —

'ব্যাবার' শব্দটি সংস্কৃত ব্যবহার শব্দ জাত। যার অর্থ আচার, আচরণ সম্পর্কিত। এই শব্দটি ব্যবহার্য দ্রব্যকে বোঝায়, তার থেকে বিবাহে দেওয়া যৌতুকাদিকে বোঝায়। 'ব্যাবার' শব্দটির অন্য অর্থ ছিল কিনা সে ধারনাটিও হারিয়েছে এখানকার মানুষজনেরা। উপহার কিংবা কাজের মূল্য হিসেবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন — 'কামাইয়া কুলাইয়া নাপিত ব্যাবার পাইছ কি? - গান, -যার সঙ্গে পূর্বের অর্থের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'সন্তেশ' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। কিছুকাল পরে সংবাদ সবরাহকারীর নিয়ে আসা মিষ্টি দ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। [সন্তেশ < সন্দেশ] বর্তমানে 'সন্তেশ' একপ্রকার মিষ্টি দ্রব্যের নাম বলেই প্রচলিত।

'গুরি' শব্দটির অর্থ গাছের মোটা খণ্ড বা মোটা অংশ। এর পর গুঁড়ি গুঁড়ি > বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি বর্তমানে 'গুরি' বলতে ছোট অর্থে ব্যবহৃত যার সঙ্গে প্রথমের 'গুরি' শব্দের অর্থের কোনো মিল নেই বরং বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়।

'মহাজোন' শব্দটি মহৎ যে জন = মহাজন শব্দজাত। অর্থ সংকোচের ফলে 'মহাজোন' শব্দটির দ্বারা ছোট খাট সুদখোর ব্যবসায়ীকে বোঝায়। বর্তমানে মাহাজোন বলতে শুধুমাত্র গুদাম-জাত বা গদি জাতীয় প্রচুর টাকার ব্যবসা করে এমন ব্যক্তিদের বোঝায়।